Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, সোমবার, ৮ ফাল্গুন, ১৪২৩

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ : অনশনে প্রার্থীরা

ছবি-পার্থপ্রতিম কোঙার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান-১৯ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ খরার পর চাকুরির জন্য নির্বাচিত হয়েও নিয়োগপত্র পেল না জেলার ১৮৮ জন প্রাথমিকের চাকুরিপ্রার্থী। প্রাথমিক পর্ষদের ভুল না চাকুরীপ্রার্থীর ভুল — তা ঠিক করতে অবশেষে আইনের দ্বারস্থ হচ্ছে চাকরী প্রার্থীরা। পাশাপাশি জেলা প্রাথমিক পর্ষদে আমরণ অনশন আন্দোলন চালিয়ে যাবেন চাকুরীপ্রার্থীরা।

নিয়োগপত্র না মেলায় তুমুল বিক্ষোভ চলেছে পাঁচদিন ধরে জেলা প্রাথমিক পর্ষদ অফিসে। এই জটে আটকে যায় প্রায় ২৫০ জন। ঘটনার সূত্রপাত ১৩ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিলিং-এর শেষ দিন। ঐ দিন বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলে ৭০০ জন ডাক পায়। তাদের হাতে হাতে নিয়োগপত্র দিতে গিয়ে দেখা দেয় প্রায় ২৫০ জনের সমস্যা। তাদেরকে বলা হয় কোলকাতার পর্ষদ অফিস থেকে নিয়োগপত্র নেওয়ার জন্য। কারণ হিসাবে বলা হয় প্যারা টিচার সংক্রান্ত। এবার দশ শতাংশ সংরক্ষণ থাকে প্যারাটিচারদের জন্য। জটিলতার সূত্রপাত একটি 'টিক' চিহ্নকে ঘিরে। ও এম আর সিটে প্রাক্তন সমরকর্মী, অন্য দপ্তরে কর্মরত কর্মী, প্যারাটিচার এবং অন্যান্য—এই তিনটির মধ্যে একটি বাছতে বলা হয়। এদের সিংহভাগ প্যারা টিচার এবং অন্যান্যতে টিক দেন। কিন্তু এরা কেউ প্রমাণপত্র দেখাতে পারেনি বলে জানায় পর্ষদ। অন্যদিকে চাকুরী প্রার্থীদের বক্তব্য আমাদেরকে তিনটি স্টেপ পেরিয়ে কাউন্সিলিং-এ ডাকা হয়। কেন প্রথমেই বলা হল না।

এবার বর্ধমান জেলাতে পদ খালি থাকে ৩২০০ জন। এখনও পর্যন্ত ২১০৮ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। ২৫০ জনের নিয়োগপত্র আটকে যায়। নিয়োগকে কেন্দ্র করে অনেক দুর্নীতি হয়েছে বলে রাজনৈতিক দলগুলির চাপান উতোর চলছে। এস.এফ.আই., ডি.ওয়াই.এফ.আই এই চাকুরী প্রার্থীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে। এস এফ আই জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে এবং ডি. ওয়াই এফ আই জেলা সম্পাদক পরেশ কর্মকার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে জনসমক্ষে প্যানেল প্রকাশ করার দাবি জানায়। তাঁরা শিক্ষক নিয়োগে চূড়ান্ত অনিয়মের অভিযোগ তোলেন।

মহিলা কর্মপ্রার্থী বর্ণালী চক্রবর্তী ১৭ ফেব্রুয়ারি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। জেলাশাসক এবং জেলা প্রাথমিক পর্ষদ চেয়ারম্যান ১৭ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এখনও পর্যন্ত কোনো সমাধান সূত্র মেলেনি।

ব্যাঙ্ক কর্মী এবং এজেন্টের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের মেমারি শাখার অন্তর্গত মেমারির বড়র গ্রামে সি পি এস ব্যাঙ্ক মিত্র বন্ধু নামে ইউ বি আই-এর একটি শাখা আছে। যার এজেন্ট মহঃ আজিজ মোল্লা। এই ব্যক্তি ১০০ দিনের কাজের জন্য ওই গ্রামের প্রায় ৩০০ জন খেতমজুরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়। বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে এই ব্যক্তি গ্রামের গরিব অশিক্ষিত মহিলা এবং পুরুষদের নামে ইউ বি আই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করছেন ইউ বি আই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত মহঃ আজিজ মোল্লা। সম্প্রতি গ্রামে ব্যাঙ্ক কর্মচারী এসে নোটিশ জারি করে যে প্রত্যেককে ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধ করতে হবে। এই ঘোষণায় 'ঋণ নিলাম না, অথচ ঋণ পরিশোধের কথায়' গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রায় ২২০ জন গরিব মহিলা পুরুষ অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বলেন তারা ঋণ নেওয়ার জন্য কোনো আবেদন করেননি। এবিষয়ে কিছুই জানেন না। এমনকি তাদের কাছে থাকা ব্যাঙ্কের পাশ বইতে ওই টাকার উল্লেখও নেই। প্রায় ৩০০ জন মহিলা-পুরুষ থানায় এসে ইউ বি আই ব্যাঙ্ক কর্মী এবং এজেন্ট মহঃ আজিজ মোল্লার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই অভিযোগ পত্রে ১৫ জন স্বাক্ষর করেছেন। তাদের

—এরপর চারের পাতায়

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে,সকলের জন্য ডিজিটাল রেশন কার্ডের দাবিতে

মিছিল ও সমাবেশ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৩ ফেব্রুয়ারি : অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে, সকলের ডিজিটাল রেশন কার্ড এবং কেবলস্ সহ সমস্ত বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে জেলাজুড়ে আন্দোলন সংগ্রাম চলছে। দাবিগুলির সমর্থনে আসানসোলে অনুষ্ঠিত হল সমাবেশ। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার বলেন, গতকাল আসানসোলে গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দিয়ে পরিচালন সমিতি দখল করেছে। প্রার্থী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অভিজিৎ ঘোষ কর্পোরেশনের বিরোধী দলনেতা ওয়াসিমূল হককে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে। আমি অবাক হই ওনারা বই পড়েন বলে এমন বদনাম নেই বরঞ্চ ওনারা পাঠাগার পোড়াতে অভ্যস্ত। এদিন আসানসোল শহরের জি.টি. রোডের ধারে এ সময়ের সর্ববৃহৎ জনসভা হয়। সভার জন্য প্রশাসন অনুমতি দিতে রাজি হয়নি সি পি আই (এম) নেতৃত্বের অনড় মনোভাবের কাছে নতি স্বীকার করে অবশেষে পুরানো বাসস্ট্যান্ডের কাছে সমাবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। দুটি বিশাল মিছিল শহর প্লাবিত করে উপস্থিত হয় সমাবেশস্থলে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পার্থ মুখার্জী। দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এডিডিএ তৎকালীন চেয়ারম্যান বংশগোপাল চৌধুরী শিল্পাঞ্চলের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১৩৪ কোটি টাকা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ভাগাভাগির গণ্ডগোলে এ সরকারের আমলে তা ফেরৎ যায়। কর্পোরেশন তো এখন কনট্রাক্টর ও সিন্ডিকেটের লোক চালাচ্ছে। বিরোধী নেতাকে মার খেতে হচ্ছে। মানুষ এ জিনিস বরদাস্ত করবে না। সভা থেকে প্রাক্তন মেয়র তাপস রায় এর নেতৃত্বের এক প্রতিনিধিদল মেয়রকে স্মারকলিপি দিয়ে আসেন। এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য গৌরাঙ্গ গোস্বামী, বংশগোপাল চৌধুরী, আভাষ রায়চৌধুরী, মনোজ দত্ত, মনোজ দাস প্রমুখ।

বর্ধমানে মিছিল

১৭ ফেব্রুয়ারি- সি পি আই (এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির ডাকে সবার জন্য ডিজিটাল রেশন কার্ড চাই, ডিজিটাল রেশন কার্ডের নামে গরিবদের মাঝে বিভাজন করা চলবে না ইত্যাদি একাধিক দাবিতে মিছিল হল বর্ধমানে। মিছিলে আরো দাবি ছিল,

—এরপর চারের পাতায়

প্লেনামের রিপোর্টের উপর আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বুদবুদ গলসী জোনাল কমিটির উদ্যোগে প্লেনামের রিপোর্টের উপর আলোচনাসভা হল আজ গলসী সারদা ভবনে। প্লেনামের রিপোর্টকে উপস্থাপিত করে দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক বলেন মতাদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে দলের সংগঠনকে সুবিন্যস্ত করতে হবে। গণ-লাইনে পার্টিকে প্রসারিত করতে হবে। ব্যাপকতম মানুষকে সংগঠিত করে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের জোনাল সম্পাদক কমল সরকার। তিনি আগামী কর্মসূচি সভাগৃহ ভর্তি পার্টিকর্মীদের সামনে তুলে ধরেন।

আদিবাসী খেতমজুর দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মেমারির বড় পলাশন গ্রামে ভিন রাজ্য থেকে খেতমজুরের কাজ করতে এসে এক আদিবাসী যুবতী (১৮) দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। বোরো ধান চাষের কাজে এই আদিবাসী পরিবার এসেছে দুমকার রামনগর থেকে। মায়ের পাশ থেকে তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রামের সংশ্লিষ্ট নেলোর পাড় সোনাঝুড়ি বাগানে ধর্ষণ করা হয়। তরুণীকে অচৈতন্য অবস্থায় গ্রামের মানুষ দেখতে পেয়ে নির্যাতিতার পরিবার ও পুলিশে খবর দেয়। থানায় অভিযোগ দায়ের করে তরুণীর মা। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে প্রথমে পাহাড়হাটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। সেখানে অবস্থার অবনতির কারণে বর্ধমান সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় পুলিশ প্রথমে ২১ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই ২১ জনের ছবি দেখে তরুণী এক জনকে সনাক্ত করতে পারে। পুলিশ আদিবাসী যুবক জিৎলাল মুর্মুকে গ্রেপ্তার করে। আদালত তার ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পরে পুলিশ আরো তিনজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়। চারজনেরই ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ভাগীরথীর পাড় বাঁধাইয়ে বরাদ্দ টাকার অঙ্কে ধাঁধা

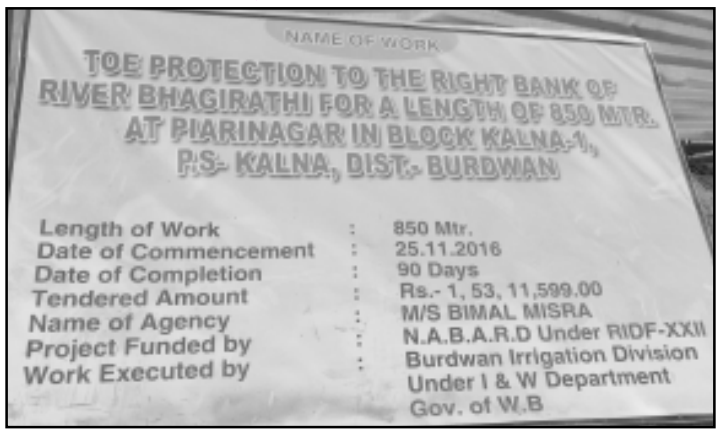

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে আর আই ডি অফ- ২২ প্রকল্পে কালনা মহকুমায় ভাগীরথী পাড় বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। ভাগীরথী নদী কালনা মহকুমার উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ মুখী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীর পূর্ব পাড়ে কালীনগর, পশ্চিম পাড়ে পিয়ারিনগর গ্রাম। এই দুই গ্রামের ভাঙন রোধে পাড় বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। টেণ্ডারে কালীনগরে ৮৭০ মিটার বাঁধাইয়ের জন্য উল্লেখিত বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৩২৫ টাকা। আর পিয়ারিনগরের ৮৫০ মিটার পাড় বাঁধাইয়ের জন্য উল্লিখিত বরাদ্দ ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮২ হাজার ৭৭৩ টাকা। বিগত ২০১৬ সালের ২১ ডিসেম্বর দুটি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিল্যান্যাস করেন এলাকার বিধায়ক তথা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বাঁশের খাঁচা বসিয়ে পাড় বাঁধাইয়ের কাজ শুরু হয়ে যায়। দুটি প্রকল্পের সাইনবোর্ড-ও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

গোল বাধে এখানেই, কালীনগরের নির্দিষ্ট বোর্ডে বরাদ্দ টাকার অঙ্ক লেখা হয়েছে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৩৫ টাকা। আর পিয়ারিনগরের বোর্ডে লেখা হয়েছে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ১১ হাজার ৫৯৯ টাকা। টেণ্ডার পেপার ও বোর্ডের উল্লিখিত টাকার অঙ্কের গরমিলের এই হিসাবের কথা জানাজানি হতেই স্থানীয় গ্রামবাসীদের মনে নানারূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কাছে বিষয়টি তাঁরা জানতে চাইলে ঠিকাদার স্পষ্ট বলেন, আমরা লেশ দিয়ে টেণ্ডার নিয়েছি। তাই এই রকমফের। তত্ত্বাবধায়ক সেচ দপ্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মচারীর বক্তব্য অবশ্য, এরকম তো হয় না। ন্যবার্ডের বরাদ্দ পেতে পুরো অঙ্ক উল্লেখ করেই কাগজপত্র জমা দিতে হয়।

মানসিক ভারসাম্যহীন প্রতিবন্ধী অন্তঃসত্ত্বা যুবতী উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর দৃষ্টি আকর্ষনে কালনা প্রশাসন উদ্ধার করল অসহায় এক অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে। কালনা শহর সংলগ্ন রেলের ওভারব্রিজ থেকে তাকে পৌঁছে দেওয়া হল মহকুমা হাসপাতালে। উদ্ধারকারী দলে ছিলেন স্বয়ং মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও হাসপাতাল সুপার।

নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মানসিক ভারসাম্যহীন প্রতিবন্ধী হিন্দিভাষী এই যুবতী বেশ কিছু দিন ধরে অম্বিকা কালনা রেল স্টেশনের ওভারব্রিজে বসবাস করছিলেন। সব সময় হিন্দিতে কিছু বিরবির করতেন। আবার কখনও কাঠকয়লা দিয়ে ব্রিজের

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

তৃণমূলি শিক্ষা ও পরীক্ষা

তৃণমূলের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গন এখন শিক্ষা, শিক্ষণ ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় অস্বচ্ছতা ও যথেচ্ছাচার, সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠান-পরিচালনায় ও শিক্ষার্থী- শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপর নিরঙ্কুশ দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও তা নিয়ে দলীয় অন্তর্কলহ এবং দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, তোলাবাজি ও দুষ্কৃতি- তাণ্ডবের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই চূড়ান্ত অরাজকতার বিরুদ্ধে রাজ্য-জুড়ে বিক্ষোভও ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রতি পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কোলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দুই দিনাজপুরে এই বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছে। শিক্ষক- অধ্যাপক ছাত্র-ছাত্রীদের লাঠি মারতে এই সরকারের লাজ লাগে না। এমনকি গলাধাক্কা দিয়ে টেনে হেঁচড়ে সরিয়ে দেওয়া হয় শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভরত প্রবীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। উত্তাল বিক্ষোভে বিকাশভবনের সামনের পথ অবরুদ্ধ হলে মন্ত্রীর চোখরাঙানির ভয়ে শিক্ষকদের দাবি সনদ গ্রহণ না করে পিছনের দরজা দিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন শিক্ষা সচিব—এমনই অবস্থা। বাধ্য হয়ে এ রাজ্যে গণতন্ত্র কায়েমের ডাক দিয়েছিলেন শিক্ষকরা। এরপর আরো বৃহত্তর উত্তাল আন্দোলনের ডাক দিলো নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি।

প্রাথমিকে নিয়োগে পরপর বেনিয়মে নিয়োগ ঘিরেই সংশয় বেড়ে চলেছে। উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একাধিক প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে না। স্কুল বাছাইয়ের পরেও নিয়োগপত্র হাতে না পাওয়া, এক জেলার প্রার্থীকে অন্য জেলায় নিয়োগ করা সহ একগুচ্ছ বেনিয়মের ঘটনায় বিক্ষোভের ঢেউ প্রতিদিন উত্তাল হচ্ছে। শিক্ষা দপ্তর মেধা তালিকা প্রকাশ না করায় সন্দেহ তাই বাড়ছে।

অভিযোগ দলীয় আনুগত্য সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থীদের উপর পার্শ্বশিক্ষক হিসেবে মুচলেকা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। শাসকদলের বাছাই প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে বলেও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। আবার বিভিন্ন সূত্রের খবর অর্থের বিনিময়ে একাধিক প্রার্থীদের তৃতীয় পর্যায়ের কাউন্সিলিং থেকে বিভিন্ন জেলাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। এই সব অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন মানুষ।

রানিগঞ্জে সঞ্জয়প্রসাদের স্মরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সি পি আই (এম) রানিগঞ্জ লোকাল কমিটি- ২ এর আহ্বানে বল্লভপুরে প্রয়াত সঞ্জয়প্রসাদের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন উপস্থিত স্থানীয় গরিব মানুষ। গত ৩০ জানুয়ারি জনপ্রিয় এই নেতার আকস্মিক মৃত্যু হয়। শোক প্রস্তাবের পর এই দিন বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা অমল হালদার। তিনি বলেন, সঞ্জয়প্রসাদ ছিলেন গরিব মানুষের আপনজন। গরিব মানুষ তাঁকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তৃণমূলের চক্রান্তে তাঁকে মিথ্যা মামলায় তিন মাস জেল খাটতে হয়েছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তাঁকে দমাতে পারেনি শাসকদল। তিনি কেবল বল্লভপুরের নেতা ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন রানিগঞ্জের নেতা। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পার্টির অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। তাঁর মর্যাদা আমাদের রাখতে হবে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বংশগোপাল চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, রুনু দত্ত, অনুপ মিত্র, দাদা আজাদীপ্রসাদ সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

এক ডজন প্রশ্ন

১. রোম সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস কবে যাজক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের শিরচ্ছেদ করেন?
২. টাইপরাইটারের উদ্ভাবক কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম?
৩. প্রখ্যাত উর্দুকবি মির্জা গালিব-এর আসল নাম কী ছিল? কবে তাঁর জন্ম?
৪. হাস্যরসিক সাহিত্যিক দাদামশাই-এর আসল নাম কী? কবে জন্ম?
৫. প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহার কবে কোথায় কিভাবে মৃত্যু হয়?
৬. বিজ্ঞানী জিওদার্নো ব্রুনোকে কার নির্দেশে কীভাবে কবে হত্যা করা হয়েছিল?
৭. 'স্টেথোস্কোপ' কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম?
৮. স্বাধীনতার দাবিতে কবে কোথায় নৌবিদ্রোহ প্রথম শুরু হয়?
৯. অমৃতবাজার পত্রিকা কবে থেকে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়।
১০. বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস কবে পালিত হয়?
১১. বিশ্ব আইন পরিষেবা দিবস কবে?
১২. আন্তর্জাতিক স্কাউট দিবস কবে পালিত হয়? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ শে ফেব্রুয়ারি

লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক ভাষা শহীদ দিবস রচিত হওয়ার পূর্বে ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশে তে-ভাগা আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর এই আন্দোলনকে সংগঠিত ও প্রসারিত করার কাজে কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পরের বছর ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারত স্বাধীন হয়। খণ্ডিত ভারতের সাথে বাংলাও ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানে অর্ন্তভূক্ত হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান গণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮ এর ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানী করাচিতে। পাকিস্তান গণপরিষদ একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। গণ পরিষদের এই রায়ের প্রতিবাদে ১৯৪৮ সলের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ সহ প্রধান প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং তাদের আহ্বানে ১১ মার্চ সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ১৩ মার্চ ঢাকা শহর এবং ১৪ মার্চ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ১৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি আপোষ চুক্তি হয়। রাষ্ট্র ভাষা পরে বিবেচিত হবে বলা হয় কিন্তু ১৯ মার্চ পাকিস্তানের বড়লাট মহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে তিনি দ্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, কেবলমাত্র 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা'। কারণ তাদের মূল লক্ষ্য 'অখণ্ড পাকিস্তান' 'শক্তিশালী কেন্দ্র' ও 'ইসলামিক সংহতি'। উপস্থিত ছাত্রগণ তীব্র প্রতিবাদ করেন। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র শতকরা ৬ ভাগ মানুষ উর্দুতে কথা বলে আর ৫৬ ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলে।

ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছিলই। ঘটনা নাটকীয়তার দিকে মোড় নেয় ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে। খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি এবং নুরুল

আমীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রি হলেন। ২৭ জানুয়ারি পল্টনের জনসভায় নাজিমুদ্দিন ফের ঘোষণা করেন যে একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ফেটে পরে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক মহল ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। ৩১ জানুয়ারি গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ২১শের ধর্মঘটকে পণ্ড করার জন্য ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। মধ্য রাতের মধ্যেই ঢাকা হল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস, জগন্নাথ হল, ফজলুল হক হল, সলিমুল্লা মুসলিম হলের ছাত্ররা জমায়েত হয় এবং তারা তাদের দাবিতে অনড় থাকে।

১৪৪ ধারা থাকার জন্যই শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা ৩ জন ৩ জন করে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে জমায়েত হয় এবং সেখান থেকেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশাল মিছিল— 'তোমার ভাষা আমার ভাষা বাংলা ভাষা', 'উর্দু রাষ্ট্র ভাষা মানছি না—মানব না'—এই শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলে। পুলিশও বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে আসে, গুলি চালায়। প্রথম গুলি লাগে এম.এ. ক্লাসের ছাত্র-রফিকউদ্দিনের বুকে। তারপর একের পর এক গুলিতে লুটিয়ে পড়ে অন্যান্যরা।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন স্বাধীন বাংলা দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। বহু রক্তের বিনিময়ে অবশেষে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে। সে বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রে ঢাকা মেডিকেল ছাত্রদের এবং অন্যান্য ছাত্রদের যৌথ শ্রমে ও মেধায় নির্মিত হয় শহিদ মিনার। মহান ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালী জাতির অহঙ্কার। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহম্মদ আলী জিন্নাহ-এর পাকিস্তানী দ্বিজাতীয় তত্ত্বের ভ্রান্ত রূপ উন্মোচিত করে দেয় সংগ্রামী বাঙালীরা।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় আত্মপরিচয়ের খোঁজে ১৯৬১ সালের ১৯ মে, স্বাধীন ভারতে মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতির দাবিতে ঝড়ে পড়েছিল তরতাজা এগারোটি প্রাণ (দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন-কুমারী কমলা ভট্টাচার্য সহ কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, হীতেন বিশ্বাস, চণ্ডী চরণ সূত্রধর, শচীন্দ্র পাল, সত্যেন্দ্র দেব, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকাস্থ, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ)। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঠিক ১০ বছরের মাথায় বাংলা ভাষার দাবিতে বরাক উপত্যকা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আসম সরকার অসমিয়া ভাষাকে রাজ্য ভাষা হিসাবে একমাত্র স্বীকৃতি দেয়। বাংলা ভাষাকে রাজ্য ভাষার মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনে ফেটে পড়ে বরাকবাসী। অবশেষে ১৯৬৬ সালের ২২ মার্চ আসাম সরকার কেবল মাত্র বারাক উপত্যকার জন্য সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। মহান ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ধারার হাত ধরেই ১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে নিজের স্থান করে নিয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতি সংঘের ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদ বাংলা ভাষা শহীদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায় ২৫ কোটির বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

দেশটা রাজনৈতিক ভাবে ভাগ হয়েছে কিন্তু আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা ভাষাই। উভয়দেশের সংস্কৃতি হল বঙ্গ সংস্কৃতি। তাইতো আমরা এপাড় বাংলা ও ওপাড় বাংলা একসাথে গাইতে পারি 'আমার ভাই-এর রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলতে পারি।'

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১৯ ফেব্রুয়ারি : মেমারি পৌর এলাকার ৯ নং ওয়ার্ডের ইলামপুরের বাসিন্দা সি পি আই (এম) পার্টির সদস্য অনিল বরণ মাঝির (৭৬) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই কিডনির সমস্যায় চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বয়স জনিত কারণেও রোগে ভুগছিলেন। শুক্রবার সকাল ৭ টায় তাঁর নিজ বাসভবনে মারা যান। ৬০-এর দশক থেকেই সি পি আই (এম) নীতি আদর্শ মেনে কাজ কর্ম করে গেছেন। ১৯৭২ সালে এলাকার কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। সেই সময় তাঁর দোকান ভাঙচুর করা হয়েছিল এবং তিনি গ্রেপ্তার হয়ে হাজত বাসও করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। মৃত্যুর সংবাদ শুনে তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অভিজিৎ কোঙার, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য্য, অশোক যশ, পীযুষ বিশ্বাস, প্রশান্ত কুমার। নিঃসন্তান মাঝি রেখে গেছেন স্ত্রীকে। তিনি সি আই টি ইউ সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

পাঠাগারে রক্তদান শিবির ও আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম) মেমারি- ২ জোনাল কমিটির উদ্যোগে পিপলন রামকৃষ্ণ সংঘ পাঠাগার ভবনে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সকালে রক্তদান শিবির শেষে একটি আলোচনা চক্র ছিল। রক্তদান শিবিরে ৫ জন মহিলা সহ মোট ৩০ জন রক্তদান করেন। শিবির উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক। উপস্থিত ছিলেন দলের মেমারি-২ জোনাল কমিটির সম্পাদক অশেষ কোঙার, সেখ আসরফ আলম প্রমুখ। বিদ্যাসাগর ও সিস্টার নিবেদিতা সম্পর্কে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সাইদুল হক। সভাপতিত্ব করেন ড. খায়রুল আলম।

অনুরণন—একুশে ফেব্রুয়ারি

সলিল ভট্টাচার্য

হয়তো তোমায় দেখবো না আর একুশে ফেব্রুয়ারি
জীবনের দীপে শেষ সলতে যে নিভু নিভু হয়ে আসে
রোগ শয্যাতে তবু বেঁচে আছি জীবনের আশ্বাসে
তোমাকে দেখার আগে কি আবার মিলবে নতুন পাড়ি?
ভুলি নি ভাই জব্বর সালাম আর বরকত মৃত্যুঞ্জয়ী
ভুলি নি তোমার রফিক এবং বুড়িগঙ্গার পানি
আজও রক্তের শপথ মিলেছে কই?
বুলেটের ক্ষত রাজপথে শোওয়া ছেঁড়া
ছেঁড়া যতো কানি
মাতৃভাষাকে ভুলি নাই ভাই ভুলেছি যে ঘরবাড়ি
তুমিই সখা, তুমিই আমার একুশে ফেব্রুয়ারি
দুই বাংলা মিলেছে আজকে একুশের কলতানে
তাই তো হৃদয় মন্দ্রিত হলো জীবনের জয়গানে
তমসায় ঢাকা এ নীল আকাশ স্বপ্নের ফুলঝুরি
শুকিয়ে গিয়েছে ঝরা বনফুল একুশে ফেব্রুয়ারি
এবার হয়তো নাই যেতে পারি তোমার অনুষ্ঠানে
অগণিত তবু মুখরিত প্রান্তরে
চেনা জানা নরনারী
হয়েছে সামিল বেজেছে দামামা বিশ্বজয়ীর গানে।
এনেছে রাগিনী মঞ্জু ফাগুনে উতরোল পদ্মায়
একুশে তোমার কাছে আবার চির আশ্বায় চায়
ভাঙবে শেকল মেহনতী জন অমল কোমল বিষে
একুশের গানে জাগবে আবার শরশয্যার ভীষ্মে।

দেশ ও সমাজ

মনোনীত ছাত্র সংসদ—অশান্তি বন্ধে এ কেমন দাওয়াই?

কল্যাণ সান্যাল

ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই এরাজ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রণক্ষেত্র হয়ে উঠছে। বচসা-হাতাহাতি ছাড়িয়ে বেলাগাম শক্তি প্রদর্শন মাত্রা ছাড়িয়েছে গত কয়েকটি বছরে। নির্বাচনের মনোনয়নপর্ব থেকে শুরু হয়ে এই হিংসা অব্যাহত থাকে ছাত্র সংসদ গঠনের পরেও অনেক দিন পর্যন্ত। বলা বাহুল্য যে এই সময় শিক্ষার পরিবেশ পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়। শিক্ষাঙ্গনে প্রকৃত ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরাও ত্রাসের শিকার হন। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শহর-গ্রামের ব্যস্ত এলাকায় অবস্থিত সেখানে সাধারণ মানুষেরাও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। বহিরাগত এবং শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষদের দাপাদাপি বেশ চোখে পড়ে। অথচ এমনটি হওয়ার কথা নয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ গঠিত হবে ছাত্রদের নিজেদের ভোটে। কোনো ছাত্র সংগঠনের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকলেও তারা মূলত ছাত্রস্বার্থে ছাত্রসংসদ পরিচালনার দায়িত্ব পায়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রসংসদের কাছে অনেক গঠনমূলক পদক্ষেপ আশা করে। ছাত্রসংসদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক সঙ্গত চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। ঠিক তেমনই আরো অনেক সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নির্বাচন ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না। মনোনয়নের মাধ্যমে আর যাই হোক প্রতিনিধি খুঁজে নেওয়া যায় না। মনোনয়ন ছাত্র সংসদ গঠনের মূল উদ্দেশ্যটিকেই ব্যর্থ করে দেয়। ছাত্রদের, ছাত্রদের দ্বারা, ছাত্রদের জন্য ছাত্রসংসদ গড়ে তুলতে হলে নির্বাচন ছাড়া পথ নেই।

অথচ এ রাজ্যে সরকারের একটি ভাবনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যা অনেককেই বিচলিত করেছে। ছাত্রভোটে অশান্তি রুখতে নির্বাচন ব্যবস্থাটাই নাকি তুলে দেওয়া হবে। কৌতুক করে কেউ বলতেই পারেন যে এ তো স্নান-পাত্রের নোংরা জলের সঙ্গে বাচ্চাটাকেও ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা। ওভাবে নির্বাচন তুলে দিলে সমস্যা হয়ত বহুগুণ বেড়ে যাবে। গত দুটি বছরে ছাত্রসংসদ নির্বাচন বন্ধ রেখে কাজের কাজ যে কিছুই হয়নি তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। আসলে সমস্যার মূল নিহিত আছে গণতন্ত্রকে পদদলনের সচেতন প্রয়াসের মধ্যে। বিরোধী কোনো ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্বকে স্বীকার না করা এবং গায়ের জোরে নির্বাচন বানচাল করে রাজ্যের প্রায় সব কলেজে ছাত্রসংসদ দখল করার মধ্যে একটি আত্মতৃপ্তি লাভ করা গেলেও এর বিষময় পরিণতি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের গোষ্ঠীকোন্দল এখন এমন আকার ধারণ করেছে যে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতেই কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। নির্বাচন সমাপ্ত হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পদাধিকারী নির্বাচন করার অধিকারটুকুও হারাচ্ছেন। তার পরিবর্তে মুখবন্ধ খামে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে পদাধিকারীদের তালিকা পাঠানো হচ্ছে। আর সেই তালিকা মেনে পদাধিকারীরা নিযুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু এতেও গোষ্ঠীকলহ মিটছে না। মেটার কথাও না। তাই ভাবতে হচ্ছে অন্য দাওয়াইয়ের কথা। শোনা যাচ্ছে ছাত্র সংসদ মনোনয়নের অধিকার পাবেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী। দলীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে গঠিত একটি পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষেও এই কাজটি করা বেশ কঠিন। কারণ মনোনয়নের মাধ্যমে তাঁদের খুঁজে নিতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের সেই সব প্রতিনিধিদের যাঁরা ছাত্রমহলে শুধু জনপ্রিয়ই নয়, এই কাজটি করার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্নও। আর মনোনয়নের মাধ্যমে যদি পরিচালকমণ্ডলীর সব সিদ্ধান্তেই সায় দেওয়ার জন্য ব্যস্ত ছাত্রসংসদ গড়ে নেওয়া হয় তাহলে আর ছাত্রসংসদের কোনো প্রয়োজন থাকে না। এসব কিছুর বাইরেও একটি কথা ভাবা দরকার। যে আদর্শ পরিচালকমণ্ডলীর কথা বলা হল তা রাজ্যের একটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেন্টজেভিয়ার্স বা বেসুতে যদি তা থেকে থাকে তবে তা বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য কিছু নয়। সম্প্রতি রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন যে রাজ্যের কলেজগুলির পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি নিয়োগ করবেন সরকার নিজেই এবং একমাত্র শিক্ষাবিদরাই ওই পদে নিযুক্ত হতে পারবেন। শেষপর্যন্ত তার পরিবর্তে প্রস্তাবিত হয়েছে যে যে-কোনো শিক্ষানুরাগী মানুষই সভাপতি হতে পারবেন। অর্থাৎ যে-কেউ সভাপতি হতে পারবেন না এমন নিশ্চয়তা আর থাকল না। এই পরিবর্তন না হলেও খুব উল্লসিত হওয়ার মতো কিছু ছিল না। কারণ সভাপতি নিয়োগের অধিকার অন্যায়ভাবে গ্রাস করার সরকারি অপচেষ্টাটি সমর্থনযোগ্য নয়। আর একবার সেই অধিকার সরকারের হাতে গেলে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু স্থানীয়ভাবে যথেচ্ছাচারের পরিবর্তে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার চেষ্টাটি যেভাবে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপে আটকে গেল তা প্রমাণ করে যে রাজনীতিমুক্ত পরিচালনসভা গড়ে তোলা যাবে এমন আশার কারণ নেই। আর তা যদি না গড়া যায় তবে সেই সংস্থা অরাজনৈতিক এবং গঠনমূলক ভঙ্গিতে ছাত্রসংসদও গড়তে পারবে না। বরং মনোনয়ন প্রক্রিয়াকে ঘিরে গোষ্ঠীগত আকছাআকছি আরো তীব্র আকার ধারণ করবে। ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া বিসর্জিত হলেও অশান্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এমন সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনীতিচিন্তার ছাত্রদের জন্য ছাত্রসংসদের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার এ এক অনন্য পন্থা। কেউ কেউ বলে থাকেন যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনীতিমুক্ত করতেই হবে। একথা ঠিকই যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সঙ্কীর্ণ রাজনীতির রমরমা শিক্ষার পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কিন্তু ছাত্ররা দেশের নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার পরে রাজনীতিসচেতন হয়ে উঠবে এতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। তাই ছাত্রসমাজ তাদের পঠনপাঠন যথার্থভাবে চালিয়েও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বরং রাজনীতিবিমুখতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং কেরিয়ার-সর্বস্বতাই ছাত্রছাত্রীদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার পথে সব থেকে বড় বাধা।

গার্হস্থ হিংসা আইন : নবরূপে

সরিৎকুমার সাধু

২০০৫ সালের গার্হস্থ হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন বা সংক্ষেপে গার্হস্থ হিংসা আইনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে। ২০০৬ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে প্রযোজ্য গার্হস্থ হিংসা আইনের প্রধান ভিত্তি, মহিলাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্য পরিহারের চুক্তি (CDAW)-র প্রেক্ষিতে গঠিত রাষ্ট্রসংঘ সমিতির ১৯৮৯ সালের ১২ নং সাধারণ সুপারিশ। সুপারিশে উল্লেখ করা হয় অংশগ্রহণকারী দেশগুলির উচিত সব ধরনের হিংসা, বিশেষ করে পারিবারিক হিংসা থেকে মহিলাদের রক্ষা করা। এছাড়াও কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যেমন ১৯৯৪ সালের ভিয়েনা ঐক্য এবং ১৯৯৫ সালের বেজিং ঘোষণাপত্র ও প্রয়োগমঞ্চের মতানুসারে গার্হস্থ হিংসা শুধুমাত্র মানবাধিকার লঙ্ঘনই নয়, উন্নয়নেরও পরিপন্থী।

২০০৫ সালের গার্হস্থ হিংসা আইন উল্লিখিত মতেরই প্রতিফলন। এই আইনের প্রস্তাবনা অনুসারে সংবিধান প্রদত্ত নিশ্চিত অধিকারের প্রেক্ষিতে যে কোনো ধরনের পারিবারিক হিংসায় নির্যাতিত মহিলাদের অধিকতর কার্যকর সুরক্ষার জন্য আইনটি রচিত। প্রস্তাবনাই আইনের উদ্দেশ্যের নির্দেশক। সুতরাং সুরক্ষাবিধি অনুযায়ী পারিবারিক অত্যাচারের হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করাই আইনটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রচলিত অপরাধ দমন আইনে অপরাধীর শাস্তির বিধান আছে কিন্তু অত্যাচারিতার বা নির্যাতিতার সুরক্ষার ব্যবস্থা নগণ্য। সেই কারণে সামাজিক সম্মানহানি, অধিকতর পারিবারিক অশান্তি, পারিবারিক অসম্মান, পারিবারিক বন্ধনের অবলুপ্তি ইত্যাদির আশঙ্কায় অত্যাচারিতারা দণ্ডবিধি পরিহার করাই শ্রেয় মনে করে। পারিবারিক হিংসার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ডের পরিবর্তে অভিযোগকারিণীর সুরক্ষাই এক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী ব্যবস্থা। গার্হস্থ হিংসা আইনের ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ ধারাগুলি ওই ব্যবস্থারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধারাগুলিতে পারিবারিক হিংসায় নির্যাতিতার জন্য যৌথ পরিবারে বসবাসের অধিকার, সুরক্ষার আদেশ, বসবাসের আদেশ, আর্থিক সুবিধা প্রদানের আদেশ, শিশুসন্তানকে মায়ের তত্ত্বাবধানে রাখার আদেশগুলির কথা বলা হয়েছে। এই আদেশগুলি প্রযোজ্য অভিযোগকারিণীর প্রতি যে কোনো ধরনের পারিবারিক অত্যাচার যেমন শারীরিক, যৌন, বাচনিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদির কারণে। কটূক্তি বা অপমানকর মন্তব্যের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সুরক্ষাবিধিগুলি প্রযোজ্য।

আইন অনুযায়ী অভিযোগকারিণীকে অবশ্যই অত্যাচারিতা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হতে হবে। গার্হস্থ হিংসা আইনের ২ (ক) ধারা অনুসারে অত্যাচারিতা, অত্যাচারীর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একত্রে বসবাস করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা এগ্রিভড্ পারসন্ রূপে বিবেচিত হবেন। রক্তের সম্পর্ক, বিবাহ বা অনুরূপ সম্পর্ক, দত্তক গ্রহণ অথবা যৌথ পরিবারের সদস্যরূপে একত্রে বসবাস করলে দু জনের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি, ২ (চ) ধারা অনুযায়ী ওই সম্পর্ককেই পারিবারিক সম্পর্ক বলে। পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গার্হস্থ হিংসা আইনে কোনো নালিশ জানানোর অধিকারী নন। ২ (থ) ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি বা রেসপনডেন্ট অবশ্যই হবেন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বা 'Adult male person'।

অবশ্য ওই ধারার অনুবিধি অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা নির্যাতিতা স্ত্রী বা স্ত্রীর সমতুল হলে স্বামী বা পুরুষসঙ্গীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও নালিশ জানাতে পারেন, যদি তাঁরা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হন।

গার্হস্থ হিংসা আইনের এই ২ (থ) ধারাই আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাযুজ্যহীন। বোম্বে উচ্চন্যায়ালয়ের একটি মোকদ্দমায় দেখা যায় গার্হস্থ হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত মেয়ে এবং মা গার্হস্থ হিংসা আইনে ভাই/পুত্র এবং দুই বোন/কন্যাদ্বয়কে অভিযুক্ত করেন। অভিযুক্ত বোন ও কন্যাদ্বয় জানান গার্হস্থ হিংসা আইন অনুসারে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই অভিযুক্ত (Respondent) হতে পারেন। (একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া) মহিলারা নন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওই দাবি খারিজ করায় আপিল মামলায় বিষয়টি বোম্বে উচ্চন্যায়ালয়ে উপস্থাপিত হয়। উচ্চ ন্যায়ালয় ২ (থ) ধারার আক্ষরিক ব্যাখ্যায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ রদ করে বোন ও কন্যাদ্বয়দের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়।

বম্বে উচ্চন্যায়ালয়ের রায় গার্হস্থ হিংসা আইনের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন তোলে। এই আইনের মূল লক্ষ্য পারিবারিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী সুরক্ষা প্রদান। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের অর্থ মহিলাদের অধিকার সংকুচিত করা। এই সকল প্রশ্নের ভিত্তিতে ২ (থ) ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১৩ সালে বম্বে উচ্চন্যায়ালয়ে একটি রিট আবেদন দাখিল করা হয়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চন্যায়ালয়ের রায়ে ঘোষিত হয়, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সহ অভিযুক্ত হিসাবে যে-কোনো মহিলা, যেমন বোন, জায়া, কন্যা, পুত্রবধু, শাশুড়ি ইত্যাদি অভিযুক্ত হতে পারেন কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র মহিলারা নন।

বম্বে উচ্চন্যায়ালয়ের উপরোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে একটি স্পেশাল লিভ পিটিশনের (SLP) মাধ্যমে ২ (থ) ধারার সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এবং সর্বোচ্চ আদালতও আবেদনটি বিচার-গ্রাহ্য করেন। আদালতে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গার্হস্থ হিংসা আইন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মহিলাদের সুবিধার্থে প্রণীত। অতএব এই আইনের কোনো ধারায় ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা/মহিলারা যথাযথ লঙ্ঘিত হয়। ১৪ অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট বক্তব্য, ভারতের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তির বিধিসমক্ষে সমতা অথবা বিধিসমূহের দ্বারা সমান সুরক্ষা রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারবে না। আবার সংবিধানের ১৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো বিধি বা বিধির অংশবিশেষ সাংবিধানিক ব্যস্থার পরিপন্থী হলে বাতিল বলে গণ্য হবে। ১৩(১) অনুচ্ছেদ পৃথকীকরণ নীতি (Doctrine of Severabitity) অর্থাৎ, সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বিধির অংশ বাতিল, মতের জনক।

সুবিধামূলক বিধিসমূহের (Beneficial Legistations) উল্লেখযোগ্য দিক আক্ষরিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে সামাজিক সুযোগ বা সুবিধার নিরিখে আইনের বিভিন্ন অংশের সঠিক বিচার ও প্রয়োগ। জাস্টিস কৃষ্ণ আয়ার সন্তরাম বনাম রাজেন্দ্রলাল, AIR 1978 SC 1601, মোকদ্দমায় সুবিধামূলক বিধি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন ''The Judiciary is not mere umpire but an active catelyst in the Constitutional Scheme'' অর্থাৎ বিচারব্যবস্থা কেবলমাত্র মীমাংসাকারী নয়, সাংবিধানিক প্রণালীর অনুঘটকও। প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ২০০৫ সালের সংশোধনীও আদালতে উত্থাপিত হয়। সংশোধনী অনুসারে মহিলারাও জন্মসূত্রে যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য ও যৌথ সম্পত্তির মালিক। এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আদালতের পর্যবেক্ষণ—যৌথ সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে যৌথ পরিবারের কোনো মহিলা ওই পরিবারেরই অপর কোনো মহিলার বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় অভিযোগ দায়ের করতে পারে, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে সহ-অভিযুক্ত না করেও। গার্হস্থ হিংসা আইন এবং সংশোধনী সহ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের উদ্দেশ্য এক, মহিলাদের সুরক্ষা। সর্বোচ্চ আদালতের পযবেক্ষণ সম-উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধির (Statute in pari matiria) ব্যাখ্যা সমান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে গার্হস্থ হিংসা আইনের ২ (থ) ধারা ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের অধিকারের সীমা সংকুচিত করে একই শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা সমান সুরক্ষার নীতি লঙ্ঘন করেছে। আবার গার্হস্থ হিংসা আইনের ১৭(২) ধারায় যৌথ পরিবারে বসবাসের অধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিবাদী দ্বারা যৌথ পরিবার থেকে বিতাড়িত হবেন না। এক্ষেত্রেও এই আইনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা কোনো মহিলা দ্বারা যৌথ পরিবারে বসবাসের অধিকার হারালে বা ওই বাসস্থান থেকে উৎখাত হলে প্রতিকারের কোনো উপায় থাকে না, কারণ বিবাদী সবসময়ই হবে ২(থ) ধারা অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি। সুতরাং এই আইন মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৬ অক্টোবর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি সংক্রান্ত বম্বে উচ্চন্যায়ালয়ের রায় খারিজ করে এবং ২ (থ) ধারায় 'প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ' শব্দ দুটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ওই ধারা থেকে বাদ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। স্বাভাবিকভাবেই ২ (থ) ধারার অনুবিধি (Provisio) এই রায়ের পর অবাস্তব হওয়ায় বাতিল বলে গণ্য হয়। এই রায়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সংবিধানের ১৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধির অসাংবিধানিক অংশ বাতিল করা বা বাদ দেওয়ার অধিকারী।

এই রায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সর্বোপরি নারী সুরক্ষায় এক নতুন দিক, কারণ গার্হস্থ হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত মহিলারা এখন থেকে শুধু পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই নয় পরিবারের যে-কোনো নিগ্রহকারীর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকারী।

সূত্র : Hiral P. Harsora & oths. Vs. Kusum Narottam das Harsora & oths; Civil Appeal No. 10084 of 2016 (Arising out of SLP (Civil) No. 9132 of 2015) Decided on 06.10.2016

আলু চাষিদের মাথায় হাত

কিশোর মাকর : 'মাঠভরা ফসল, গোয়াল ভরা গরু'—এই হল চাষির স্বপ্ন। যে স্বপ্ন এখন কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আলুচাষির কাছে। জলের দরে আলু বিকোচ্ছে বলে মাঠ ভর্তি আলু তুলতে অনীহা মেমারির চাষি আব্দুল রহমানের। এবার তিনি ২০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন। দৈনিক খোঁজ নিচ্ছেন আজকের দর কত। একটু দাম ওঠার আশায় পিছিয়ে দিচ্ছে আলু তোলা। বিশেষজ্ঞদের মত, দর আরও কমবে পুরোদমে আলু তোলা চললে। এখন জ্যোতি আলু দশ শতাংশ তোলা হয়েছে জেলাতে। এবার আলু চাষ হয়েছে ৭১ হাজার হেক্টর জমিতে। ধানের পর আলুতেও চাষিরা লোকসানের মুখে। ধানের অভাবি বিক্রি রুখতে সরকার ধান কিনতে নামে অনেক দেরিতে। ততদিনে গরিব, ভাগচাষি সমস্ত ধান বিক্রি করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অর্থকরি ফসল ধানের পর আলু দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। আর তার মধ্যে বর্ধমান জেলা আবার শস্যভাণ্ডার। সেই আলু চাষিকে বাঁচাতে গেলে এখনই সরকারকে আলু কিনতে মাঠে নামাতে হবে। চাষির ১ কেজি আলু উৎপাদন করতে খরচ পড়েছে ৫ টাকা। মাঠে আলু বিক্রি হয়েছে ৩ টাকা কেজি। অথচ এই আলুই মানুষকে খেতে হয়েছে ১৮ টাকা কেজি। এইভাবে দর নেমে গেলে আত্মহত্যার মিছিল আরো দীর্ঘ হবে।

মেমারির খাড়া গ্রামের চাষি অরূপ কার্ফা ৪০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন। জেঠো আলু তিন বিঘা তুলেছেন। ফলনও হয়েছে ভাল। বিঘা পিছু ৯০-১০০ বস্তা উৎপাদন। ১৬০ টাকা বস্তা বিক্রি করেছেন। যেখানে বস্তা পিছু উৎপাদন খরচ ২৫০ টাকা। দর ওঠার আশায় আলু তোলার কাজ এখন বন্ধ রেখেছেন। তার বক্তব্য, সরকার যেখানে মাটি মেলা করতে ৬ কোটি টাকা খরচ করে, সেখানে সরকার আলু কিনে চাষির পাশে দাঁড়াবে না কেন? আউশগ্রামের এক চাষির কথায় স্টোরে এবার আলু রাখতে অগ্রিম দিতে হবে। ফলে চাষিরা আতঙ্কিত।

আলুর দাম না বাড়ার কারণ বাইরের রাজ্যে রপ্তানি না হওয়া। রাজ্যে আলু উৎপাদন হয় ২১ লক্ষ মেট্রিক টন। ৬০ শতাংশ লাগে রাজ্যের জন্য। ৪০ শতাংশ বাইরের রাজ্যে না গেলে দাম কমবে। ২০১৪ সালে রাজ্য সরকার বাইরের রাজ্যে আলু পাঠানোতে নিষেধজ্ঞা জারি করে। মূলত ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে আলু রপ্তানি হোত। এক ছটাক আলু ঐ রাজ্যে না দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি বীজ, সার, ভর্তুকি দিয়ে আলু চাষ করায়। এখন ঐ রাজ্যগুলিতে আর আলু যায় না। মেমারির ব্যবসায়ি রাজা দাস জানালেন গত মরশুমের আলু স্টোরে থেকে যাওয়ার দাম কমেছে হু হু করে। বাজারে যোগান বেশি হয়ে যায়। ফলে এবার দাম ওঠার সম্ভাবনা নেই। সরকারকে আলু কেনার দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভা ডেপুটেশন দিচ্ছে ব্লকে ব্লকে।

মিছিল ও সমাবেশ জেলা জুড়ে

—প্রথম পাতার পর

সমস্ত গরিবকে ২ টাকা দরে মাসে ৩৫ কেজি চাল, গম দিতে হবে। লাগামহীন দুর্নীতি ও বর্ধমান শহরে বেআইনি নির্মাণ ও অস্বাভাবিক পৌর কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানানো হয়। মিছিলের শেষে কোর্ট কম্পাউণ্ডে নেতাজী মূর্তির সামনে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জোনাল কমিটির সম্পাদক তাপস সরকার। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে আমাদের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে সমস্ত মানুষকে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়ার দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ জানানো হয়েছে তৃণমূলের অফিস থেকে রেশন কার্ড বিলি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনের সময় শাসক তৃণমূল দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সব মানুষকে রেশনে ২ টাকা কেজি দরে চাল দেবে। ভোট শেষ হবার পর এখন মাসে দু'সপ্তাহও রেশনে সামগ্রী মিলছে না।

প্রতিবন্ধী অন্তঃসত্ত্বা যুবতী উদ্ধার

—প্রথম পাতার পর

মেঝেতে কিছু লিখবার চেষ্টা করতেন, আঁকিবুকি কাটতেন। তার শারীরিক অবস্থা দেখে বোঝা যায় সে অন্তঃসত্ত্বা। বছর পঁচিশের এই মহিলার বিষয়ে স্থানীয় রিকশাচালক সুকুমার মণ্ডল প্রথমে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ওর চিকিৎসার দরকার। আমাদের দেখতে খারাপ লাগছে। চেষ্টা করেছিলাম ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার, কিন্তু ওর কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। আমরা চাই প্রশাসন ওর ব্যবস্থা নিক। কয়েক দিন আগে কালনা পুরসভা কর্তৃপক্ষ তাকে হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সম্পাদক সঞ্জিত মুখার্জি বিষয়টি লিখিতভাবে মহকুমা শাসককে জানালে কালনা প্রশাসন যুবতীকে উদ্ধারে তৎপর হয়ে ওঠে। মহকুমা শাসক বলেন, আপাতত কালনা মহকুমা হাসপাতালে ওকে ভর্ত্তি করা হল প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। পরে বর্ধমানে একটি হোমে পাঠানো হবে। হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই জানান, যুবতীটি বর্তমানে ৩৪ সপ্তাহের গর্ভবতী এবং এখন ভালো আছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সম্পাদক সঞ্জিত মুখার্জি বলেন, মানবিক কারণেই আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কালনা মহকুমা শাসককে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলাম।

বিয়ের মাত্র তিন মাস পর স্কুল ছাত্রীর আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ১৮ ফেব্রুয়ারি স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই বিয়ে। এখনো স্কুল থেকে তার নামটাও কাটা যায়নি। কিন্তু বিয়ের মাত্র তিন মাসের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে তাকে আত্মহত্যা করতে হল। ঘটনা কালনার মুক্তারপুর গ্রামে। ছাত্রীটির বাবা শ্বশুরবাড়ির পাঁচ জনের নামে থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুক্তারপুর গ্রামের শেফালি মণ্ডল (১৮) এবছরই কৃষ্ণদেবপুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতো। কিন্তু কল্যাণিতে শুভঙ্কর শিকদারের মত স্কুল শিক্ষক ভালো ছেলে পেয়ে তার বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শেফালি বুঝতে পারে তার স্বামী একদম বেকার। শুরু হয় অশান্তি। তারপরই শেফালির উপর চরমভাবে অত্যাচার নেমে আসে। শ্বশুরবাড়ি টিকতে না পেরে সম্প্রতি সে বাপের বাড়ি ফিরে আসে। চরম হতাশায় এদিন শেফালি দানা ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় গতকাল সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। আজ ময়নাতদন্ত হয়।

জালিয়াতির অভিযোগ

—প্রথম পাতার পর

বক্তব্য মিথ্যা ঋণ শোধ করতে বাধ্য নই। অবিলম্বে এই বিষয়ে তদন্ত করে গ্রামের মানুষদের সুরাহা করতে হবে। ইউবিআই মেমারি শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আধিকারিক সুমিতা দাস এ বিষয়ে শুধু বলেন, সম্পূর্ণ দায়ভার সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক শাখার। তবু বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখবো। অভিযোগের একটি কপি মেমারির বিডিওকেও দেওয়া হয়েছে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ২৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি; ২। ক্রিস্টোফার লাথাম পোলস, ১৮১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি; ৩। আসাদউল্লা বেগখান, জন্ম ১৫-০২-১৮৬৯; ৪। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম ১৫-০২-১৮৬৩; ৫। ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পথ দুর্ঘটনায়; ৬। পোপের নির্দেশে। পুড়িয়ে মারা হয় ১৬০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি; ৭। চিকিৎসক রেনে তিওফিল হাইয়াসিন্থে লেল্লাক, ১৭-০২-১৭৮১; ৮। বোম্বেতে, ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি; ৯। ১৮৯১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি; ১০। ১৫ ফেব্রুয়ারি; ১১। ২০ ফেব্রুয়ারি; ১২। ২২ ফেব্রুয়ারি।

ডাক কর্মীবন্ধুদের প্রতি

নতুন চিঠি-র বহু গ্রাহকই অভিযোগ করছেন যে তাঁরা ডাকযোগে কাগজ ঠিকমতো পাচ্ছেন না। অনেক সময় তিন-চারটি সংখ্যা একসঙ্গে তাদের দেওয়া হচ্ছে। পত্রিকাটি সময়মতো গ্রাহকদের দিতে ডাককর্মীবন্ধুদের অনুরোধ জানাই। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

শতবর্ষে আলোচনাসভা

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : গরিব ও মেহনতি মানুষকে শোষণ করতে পুঁজিপতিদের এখন প্রধান হাতিয়ার রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার। এই দুই সরকারই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে চলে। মহান নভেম্বর বিপ্লবের কর্মধারাকে অনুসরণ করেই শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। নিরন্ন, বঞ্চিত, শোষিত মানুষকে সংগঠিত করে শোষণের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কালনা-২ উত্তর লোকাল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ও কর্তব্য' বিষয়ক কর্মীদের সাধারণ সভায় একথা বলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা অঞ্জু কর। সভাপতিত্ব করেন, প্রবীণ নেতা বীরেন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা আলিম শেখ।

পত্র-পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোর দেওয়ার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারি : রুজি-রুটির সংগ্রামের পাশাপাশি পার্টি পত্র-পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোর দেওয়ার আহ্বান জানালেন সিপিআই(এম) নেতা আভাষ রায়চৌধুরী। দলের রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির ডাকে শহিদ স্মৃতি ভবনে এক সাধারণ সভায় তিনি বলেন, বাজারী পত্র-পত্রিকা ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি মূলত কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা কখনই মেহনতি মানুষের আন্দোলন সংগ্রামকে সামনে নিয়ে আসছে না। স্বাভাবিকভাবেই বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে আমাদের দলীয় পত্রিকা বিশেষত গণশক্তিকে নিয়ে যেতে হবে। স্থায়ী গ্রাহক করার উপর আমাদেরকে জোর দিতে হবে। আগামী ২২ থেকে ২৮ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই গ্রাহক সংগ্রহের কাজ চলবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অনুপ মিত্র। সভাপতিত্ব করেন পঞ্চানন গড়াই।

কবর দেওয়ার ছ'মাস পর মৃতদেহ তুললো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কবর দেওয়ার ছয় মাস পর আজ মৃতদেহ তুলে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠালো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে কালনা থানার পিণ্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামেশ্বর গ্রামে। ২০১৬ সালের ২৪ আগস্ট সকালে রামেশ্বর এর সাইফুদ্দিন শেখ ও মোজাম্মেল মোল্লা একটি বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায়। ঐ দিন সন্ধ্যায় এক অপরিচিত গাড়ি সাইফুদ্দিন শেখের মৃতদেহ তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পরে মোজাম্মেল মোল্লা গ্রামে ফিরে এসে জানায়—একটি গাছের সাথে বাইকের ধাক্কা লেগে সৈফুদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। তারপরেই তড়িঘড়ি মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। কিন্তু মোজাম্মেলের কথা বিশ্বাস করেনি মৃতের স্ত্রী সালমা বিবি। সে আদালতে যায়। আদালত মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ময়নাতদন্ত করার নির্দেশ দেয় পুলিশকে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন ম্যাজিস্ট্রেট দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে কালনা থানার পুলিশ মৃতদেহ তুলে কালনা হাসপাতালে পাঠায়।

'মিউটেশন ফি' অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম) মেমারি- ১ মধ্য লোকাল কমিটির উদ্যোগে মেমারি শহরের কয়েকশো মানুষ 'মিউটেশন ফি'-র অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি সহ ১৩ দফা দাবিতে পৌরসভায় ডেপুটেশন দিল। বামুনপাড়া মোড় থেকে বিশাল মিছিল এসে পুরসভার গেটে জমায়েত হয়। সিপিআই(এম) কাউন্সিলার সেখ নিয়াজউদ্দিন ও লোকাল কমিটির সম্পাদক প্রশান্তকুমার-এর নেতৃত্বে আটজনের একটি প্রতিনিধিদল উপপৌরপ্রধান সুপ্রিয় সামন্তের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। তিনি বিষয়গুলি সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

নব কলেবরে ট্রেজারি ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ট্রেজারি ভবন সংস্কারের পর নবরূপে আত্মপ্রকাশ করল। নতুন এই কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু ও জেলা শাসক ড. সৌমিত্রমোহন। জানা যায় ভবন সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক যথাক্রমে (উন্নয়ন) রতনেশ্বর রায়, (সাধারণ) নিখিল নির্মল, (এন এ) প্রণব বিশ্বাস প্রমুখ এবং অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহকচাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

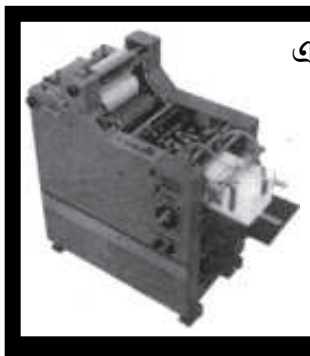

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

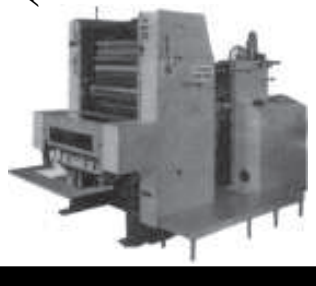

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা